গিরীন্দ্র সিংহ প্রযোজিত · এস·এম·ফিল্মসের
মন নিয়ে
চণ্ডীমাতা ফিল্মস পরিবেশিত
পরিচালনা · সলিল সেন · সঙ্গীত · হেমন্ত মুখার্জী

গিরীন্দ্র সিংহের প্রযোজনায় এস. এম. ফিল্মস-এর

কাহিনী-বিন্যাস ॥ সংলাপ
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :
সলিল সেন

মন নিয়ে

সুর সংযোজনা :
কণ্ঠ-সঙ্গীত :
হেমন্ত মুখার্জি

কাহিনী : তীর্থ চ্যাটার্জি। চলচ্চিত্রায়ণ : দিলীপরঞ্জন মুখার্জি। শব্দানুলেখন : বাণী দত্ত, রবীন সেনগুপ্ত। সঙ্গীতানুলেখন : রবীন চ্যাটার্জি, মিঃ কৌশিক (ফিল্ম সেন্টার, বম্বে)। আবহ-সংগীত ও শব্দ-পুনর্লিখন : শ্যামসুন্দর ঘোষ। সম্পাদনা : রবীন দাস। শিল্প-নির্দেশনা : কার্তিক বসু। গীত-রচনা : পুলক ব্যানার্জি, মুকুল দত্ত। নেপথ্য-সংগীত : লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোসলে। নৃত্য পরিকল্পনা : অচ্যুতনারায়ণ। রূপসজ্জা : গোপাল হালদার, বসির আহমেদ। সাজসজ্জা : সিনে ড্রেস, কানাই দাস। নৃত্যাংশ : দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই, গোষ্ঠকুমার। ব্যবস্থাপনা : সুরেন দাস। দৃশ্যপট : আর সিন্ধে। স্থিরচিত্র : এড্না লরেঞ্জ। পরিচয়-লিখন : নিতাই বসু। প্রচার-শিল্পী : পূর্ণজ্যোতি। ব্লক নির্মাণ : ক্যালকাটা ব্লক হাউস। প্রধান কর্মসচিব : ক্ষিতীশ আচার্য। প্রচার পরিকল্পনা : ফণীন্দ্র পাল।

সহযোগী প্রযোজনা : **সবিতা মিত্র ও মঞ্জু বসু।** সর্বাধ্যক্ষ : **প্রণব বসু।**

সহকারীগণ : পরিচালনা : সরিৎ ব্যানার্জি, বিমল চক্রবর্তী, প্রসাদ ব্যানার্জি। সুর সংযোজনা : সমরেশ রায়, বেলা মুখার্জি, নিখিল চ্যাটার্জি। চলচ্চিত্রায়ণ : গৌর কর্মকার, দেবেন দে, দুখীরাম অধিকারী, কেষ্ট মণ্ডল। শব্দানুলেখন : ৺ঋষি ব্যানার্জি, ইন্দ্র অধিকারী, পাঁচু মণ্ডল। আবহ-সংগীত ও শব্দ-পুনর্লিখন : জ্যোতি চ্যাটার্জি, ভোলানাথ সরকার, গোপাল ঘোষ। সম্পাদনা : সুনীল ব্যানার্জি। শিল্পনির্দেশ : রবি দত্ত। রূপসজ্জা : তারাপদ পাইন। ব্যবস্থাপনা : বিজয় দাস। পরিস্ফুটন : অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী, রবীন ব্যানার্জি, অজিত ঘোষাল।

আলোকনিয়ন্ত্রণ ও দৃশ্যসজ্জা : হরেন গাঙ্গুলী, অভিমন্যু দাস, সুধীর সরকার, সুদর্শন দাস, দিলীপ ব্যানার্জি, অবনী নস্কর, সন্তোষ সরকার ও সতীশ মুখার্জি, সুধীন অধিকারী, কান্তি দাস, গোপী বৈদ্য, কেবল শর্মা, সুনীল দাস, রামধনী, শান্তি দাস, যতীন পণ্ডিত, রমেশ ঘোষ।

রূপায়ণ : উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া দেবী, বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, তরুণ কুমার, নিমু ভৌমিক, ছায়া দেবী, শমিতা বিশ্বাস, রাম চৌধুরী, সুপ্রিয়া দত্ত, শ্রীলেখা মুখার্জি, সুব্রত সেন, জহর রায়, সুশীল চক্রবর্তী, শৈলেন গাঙ্গুলী, সুনীল দাস, মৃণাল মুখার্জি, শম্ভু ভট্টাচার্য, মণি সিংহ, সুনীল দে, সরিৎ ব্যানার্জি, ও **সুপ্রিয়া দেবী।**

নৃত্যাংশে : অচ্যুতনারায়ণ, অরুন মুখার্জি, গণেশ দত্ত, শ্রীলেখা মুখার্জি, অঞ্জলি, শীলা, জ্যোৎস্না, সুস্মিতা, মালবশ্রী, রেখা, ঝুনু, চন্দ্রিমা, ফাল্গুনী, প্রিয়শ্রী, শুভা, বেবী, সাহানা, মঞ্জুশ্রী, সন্ধ্যা, শর্মিলা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : সর্বশ্রী অক্ষয় কুমার মণ্ডল, রবীন্দ্র কুমার মণ্ডল, নৃপেন্দ্র কুমার মণ্ডল, অজিতা চক্রবর্তী, সুচিত্রা চক্রবর্তী, সর্বানী মিত্র, এম-স্কোয়ার।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের "আমি পথভোলা এক পথিক" (বিশ্বভারতীর সৌজন্যে)।

ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে গৃহীত ও আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে পরিস্ফুটিত।

বিশ্বপরিবেশনায় : **চণ্ডীমাতা ফিল্মস্ প্রাঃ লিঃ**

গল্প

ম্যুরি সাহিত্য সম্মিলনীতে যোগ দিতে যাওয়ার সময় ট্রেণে দেখা সাহিত্যিক অমিতাভ চৌধুরীর সঙ্গে সুপর্ণা-র। অমিতাভের লেখা "মন নিয়ে" উপন্যাসটি পড়ছিল সুপর্ণা। লেখককে সে চিনতনা, আত্মগোপন করে পালিয়ে যেতে পারেনি অমিতাভ। শেষ অবধি একটা অন্তরঙ্গতার সুর ছুঁয়ে রইল এদের মনে।

সাহিত্য-বাসরে সুপর্ণা যেন অন্যরকম। উচ্ছল সেই তরুণীটি তাকে চিনতেই পারলনা, বিস্মিত হ'ল অমিতাভ। পরে সুপর্ণাদের বাড়িতেএসে জানতে পারে এরা দুই যমজ বোন সুপর্ণা আর অপর্ণা। চেহারায় দেখতে এক হলেও স্বভাবে এদের কোন মিল নেই। সুপর্ণার সঙ্গে ট্রেণে যে অন্তরঙ্গতার হাওয়া লেগেছিল, তা ক্রমশঃই ভালবাসায় গভীরতা পায়। অমিতাভ ও সুপর্ণা বিয়ের বাঁধনে ধরা দেয়।

অমিতাভ-র ছোট বোন কিশোরী রত্না নিউরসিস-পোলিও রোগ থেকে সেরে উঠে বাড়িতে ফেরে। কিন্তু দাদার ভালবাসার ভাগীদার সুপর্ণাকে সে সহ্য করতে

পারে না। সুপর্ণার দিনের শান্তি ও রাতের ঘুম কেড়ে নেয় রত্না। চেঞ্জের জন্যে সুপর্ণা ও রত্নাকে নিয়ে সুপর্ণাদের ম্যারির বাড়িতে আসে অমিতাভ। একদিন পিক্‌নিক করতে গিয়ে পাহাড়ী পথে রত্নার হুইল চেয়ার ঠেলে নিয়ে যেতে যেতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে সুপর্ণা। রত্নার হুইল-চেয়ার পাহাড়ী ঢালু পথে ব্রেকের বাধা ভেঙ্গে নীচে পড়ে যায়, রত্নার মৃত্যু হয়।

স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে সমুদ্র-সৈকতে এসে দেখা হয়ে যায় সুপর্ণাদের পুরানো বন্ধু সীতেশ দত্ত ও তার ডাক্তার স্ত্রী করুণার সঙ্গে। করুণা পরীক্ষা করে বলে সুপর্ণা মা হতে চলেছে। অমিতাভ ও সুপর্ণা ফিরে আসে কলকাতায়। সুপর্ণাকে এই সময়ে সাহচর্য দেওয়ার জন্যে ম্যারি থেকে আসে অপর্ণা। ইতিমধ্যে কোন কাজে অমিতাভকে কলকাতা বাইরে যেতে হ'ল। ফিরে এসে শুনল, বাথরুমে সাবানের ফেনায় পা পিছলে পড়ে গিয়ে সুপর্ণার গর্ভের সন্তানটি নষ্ট হয়ে গেছে। সুপর্ণার রাত্রে ঘুম হয়না—একটা অন্ধকার গুহার স্বপ্ন দেখে সে।

মাঝে মাঝে অপর্ণার মনে হয় দিদি বোধহয় ভগ্নীপতির সঙ্গে তার এত মেলামেশা খুব সন্দিগ্ধ চোখে দেখছে। এমনি সময়ে তাদের সকলকেই ম্যারিতে ফিরে যেতে হল। সুপর্ণা অমিতাভের জন্মদিনের কথা ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু অপর্ণা অমিতাভকেএকটি সুন্দর নেকটাই উপহার দিয়ে, টাইটি

ইস্ত্রি করবার জন্যে ইলেকট্রিক-ইস্ত্রিটি প্লাগ করে পাশের ঘরে যায়। একটু পরে ফিরে এসে দেখে গরম ইস্ত্রিটি টাইয়ের ওপর চাপিয়ে রাখার ফলে টাইটি পুড়ে গেছে।

ডাক্তার মুখার্জির হাসপাতালের সাহায্যকল্পে একটি নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজনে সকলে মেতে ওঠে। স্টেজ রিহার্সালের আনন্দময় পরিবেশে ঘটল সেই চরম দুর্ঘটনা। নৃত্যরতা অপর্ণার ক্লান্তির জন্যে তাকে এক গ্লাস দুধ পাঠানো হয়েছিল—অপর্ণা সেই দুধ না খেয়ে টেবিলের উপর রেখে দেয়। সুপর্ণা শরীর অসুস্থ বোধ করাতে ডাক্তার সেই দুধের গ্লাসে ব্র্যাণ্ডি মিশিয়ে সুপর্ণাকে খাইয়ে দেয়। একটু পরে সুপর্ণার মৃত্যু হয়।

সীতেশ দত্ত বলেন, অপর্ণা দুধে বিষ মিশিয়ে দেওয়ার ফলে সুপর্ণার মৃত্যু হয়েছে। অপর্ণা দিদিকে সরিয়ে দিয়ে অমিতাভকে পুরোপুরি অধিকার করতে চেয়েছে।

খুনের দায়ে অপর্ণাকে গ্রেপ্তার করা হ'ল। কোর্টে চলল বিচার। বিচারের শেষ মুহূর্তে আবিষ্কৃত হ'ল মূল রহস্যের চাবিকাঠিটি।

সঙ্গীত

(১)

'আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি।
সন্ধ্যাবেলার চামেলি গো, সকাল বেলার মল্লিকা,
আমায় চেন কি।'
'চিনি তোমায় চিনি, নবীন পান্থ,—
বনে বনে ওড়ে তোমার রঙিন বসনপ্রান্ত।
ফাগুন প্রাতের উতলা গো, চৈত্র রাতের উদাসী,
তোমার পথে আমরা ভেসেছি।'
ঘর ছাড়া এই পাগলটাকে এমন ক'রে কে গো ডাকে
করুণ গুঞ্জরী,
যখন বাজিয়ে বীণা বনের পথে বেড়াই সঞ্চরী।'
'আমি তোমায় ডাক দিয়েছি ওগো উদাসী,
আমি আমের মঞ্জরি।
তোমায় চোখে দেখার আগে তোমার স্বপন চোখে লাগে,
বেদন জাগে গো—
'যখন ফুরিয়ে বেলা চুকিয়ে খেলা তপ্ত ধুলার পথে
যাব ঝরা ফুলের রথে তখন সঙ্গ কে লবি।'
লব আমি মাধবী।'
'যখন বিদায়-বাঁশির সুরে সুরে শুকনো পাতা যাবে উড়ে
সঙ্গে কে র'বি।'
'আমি রব, উদাস হব ওগো উদাসী,
আমি তরুণ করবী।'
বসন্তের এই ললিত রাগে
বিদায়-ব্যাথা লুকিয়ে জাগে
ফাগুন দিনে গো
কাঁদন-ভরা হাসি হেসেছি।'

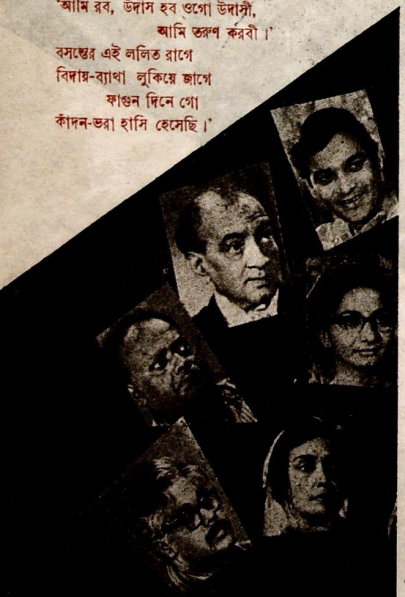

(২)

চলে যেতে যেতে দিন বলে যায়—
আঁধারের শেষে ভোর হবে,
হয়তো পাখীর গানে-গানে—
তবু কেন মন উদাস হলো?
হয়তো বা সব আলো মুছে যাবে,
হয়তো বা থাকবে না সাথে কেউ,
হয়তো বা মাঝপথে পশ্চটাও ফুরিয়ে যাবে,
চোখের জলের কথা শুনবে না কেউ।
ভোরের আলোর কথা ভেবে॥
স্বপ্ন দিয়ে সাজাতে সাজাতে
রাত পার হয়ে যাবো—
হয়তো বা কান্নারও শেষ আছে,
বুঝি আমি এসে গেছি কিনারায়,
একদিন মাঝরাতে—রাতটাও ফুরিয়ে যাবে—
খুশীর বন্যা এসে ভাসাবে আমায়।
আলোর জোনাকি জ্বেলে-জ্বেলে।
স্বর্গ আমার সাজাতে সাজাতে
রাত পার হ'য়ে যাবো।

(৩)

দীপ জ্বেলে ঐ তারা
এ কি কথা বলে যায়
দূর হতে দূরে কেন
ও আকাশ চলে যায়।
কেন যে ওরা আমাকে ডাকে
শুধু ডাকে।
সময় নেই-সময় নেই
বলে মন কিছুক্ষণ
রাত নিঝুম, দাও না ঘুম
ঘুমাক না দু' নয়ন
ঘুম ফেলে সব ফেলে
মন কেন ছুটি চায়
কোথায় সুর—কোথায় গান
কি সে দেব সাড়া তার
কোন সেতার ছন্দ তার সাজায় গো উপহার
দিশাহারা ভাল লাগা
সেই আলো কোথা পাই

(৪)

একলি বিরল নিরল শয়নে সখি,
রজনী পোহাবে কেমনে—
কোন হিয়ে বলো-রাখব এ হিয়া
মাধব বিনা এ লগনে।
মানিনীর রাত কাটে না,
একেলা নিশিরাতে, ও দুটি আঁখি পাতে
ঘুম আসে না।
নয়নে নয়নে না দরশি তারে, হেরি অন্তরে আমি.
এমন পরাণ তাহাতে সঁপেছি, সে যে অন্তরযামী।
দু নয়ন থাক না জেগে, স্বপনের ছোয়া লেগে—
কি ক্ষতি ঘুম এলো কি না এলো,
সে বধু মনেই আছে, মরমের অনেক কাছে
নয় আজ এ ঘর তাকে নাই পেলো
এ হিয়া সে ছাড়া কিছুই জানে না।
তরুণ যৌবন জলিয়া জলিয়া—
শীতল হবে কি শেষে—
কানু পীরিতি কি শীতল যমুনা,
ডুবে মরা ভালবেসে।
যমুনার একি মায়া, পড়েছে চাঁদের ছায়া
এক চাঁদ শত হয়ে নিরখি।
চাঁদ হয়ে সে আমাকে,
সারারাত ছুঁয়ে থাকে।
এ জলে ঢেউ দিও না ও সখী।
এমন মরণ ছাড়া কিছুই জানে না।
বঁধু হে।

(৫)

এই সুন্দর পৃথিবীতে—
যেখানে যা কিছু আছে সুন্দর
এসোনা সবাই—কিছু উপহার দিতে।
ওগো কাজল নয়না হরিণী
তুমি দাওনা ওদুটি আঁখি,
ওগো গোলাপ পাপড়ি মেল না,
তার অধরে তোমাকে রাখি।
ওগো কাঞ্চন-বরণা, চম্পক মঞ্জরী
করো তাকে চম্পক বরণা
এসো উজ্জ্বল স্বর্ণা, অকারণে উল্লাসে
হাসি হয়ে তার ঝড়ে পড়ো না।
ওগো নিবিড় পুঞ্জত মেঘ, দিগন্ত হতে,
এসো মেঘ কালো—কুন্তল গড়োনা।
এসো অপরূপ চন্দ্রিমা, পূর্ণিমা, জোছনা
ঝরোনা আননে তার ঝরোণা।
ওগো ময়ূর পেখম তোল না,
তার লজ্জা তোমাতে ঢাকি।
ওগো কুঞ্জ কোকিল এসো—
পঞ্চম সুর দিয়ে,
কোকিলকণ্ঠি তাকে করো না।
এসো অশান্ত সমীরণ
দাও দোল্, দাও দোল্—
ছন্দে, ছন্দে তাকে ধরো না।
ওগো যৌবন বন্যা, লীলায়িত তরঙ্গে,
কানায়, কানায় তাকে ভরো না।
এসো অনন্ত জগতের, যত রূপ লাবণি
তার রূপে সাধ করে মরো না।
এসো আমার মনের মাধুরী,
তার স্বপ্ন তোমাতে আঁকি।

(৬)

ভালবেসে দিগন্ত দিয়েছো যাকে মেলে—
অসীমের নেশা তার ডানায় ডানায়,
আকাশের নীল ছেড়ে—
তবু আসবেই ফিরে,
একবার যদি কেউ চোখ তুলে চায়।
যদি কেউ ধরা দিত,
যদি না নামিয়ে নিত,
লজ্জায় জ্বলে যাওয়া মুখখানি
যদি নয়ন প্রদীপ তুলে ধরে—
আমার আঁধার যত মুছে নিত!
তবে?
তবে কানায় কানায়
তার এই ভরে যাওয়া
দেহলীর তটে তটে
স্বপ্নের কত ছবি, কত রঙে আঁকা হোতো।
প্রদীপের আলো থেকে—
আগুন ছড়িয়ে দিতে জানে কে-যে
আমি জানি,
নিথর এই নদীটির বুকে।
বান ডেকে আনে কে যে—
আমি জানি জানি
চোখ তুলে চাইবো না—ধরা দেব নাতো কিছুতেই।
তৃষ্ণায় জ্বলে যাওয়া মনটাকে
একটু শীতল করা যাবে নাকো বুঝি
জড়ানো যাবে না কিছুতেই।
না-না
তাই হোক, তবে তাই হোক
পাল তুলে চলে যাই
ওপারের কোন দ্বীপে।
বেশ যাও।
এখনো সময় আছে—ফেরা যাবে,
যদি কেউ পিছু থেকে ডাক দিয়ে যায়।
ভালবেসে।

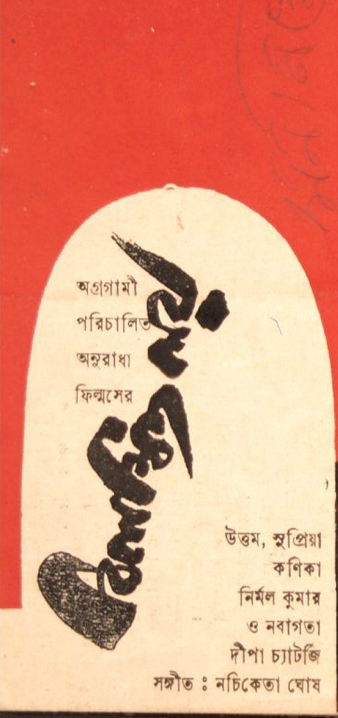

চণ্ডীমাতা ফিল্মস-এর পরিবেশনে

অগ্রগামী
পরিচালিত
অনুরাধা
ফিল্মসের

বিলম্বিত লয়

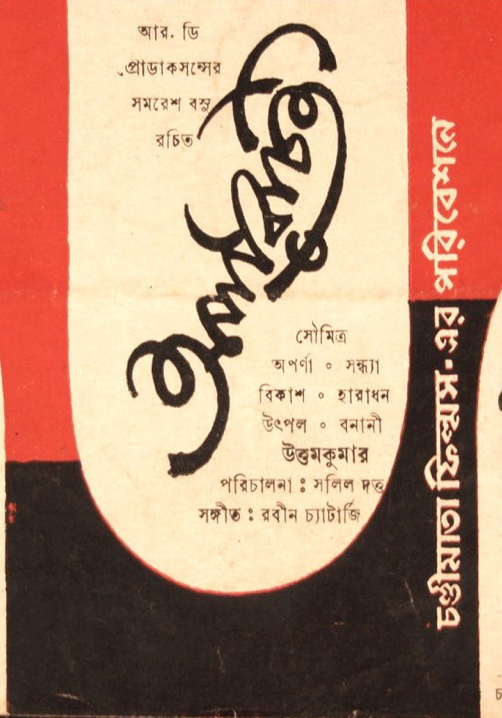

উত্তম, সুপ্রিয়া
কণিকা
নির্মল কুমার
ও নবাগতা
দীপা চ্যাটার্জি
সঙ্গীত : নচিকেতা ঘোষ

আর. ডি
প্রোডাকসন্সের
সমরেশ বসু
রচিত

অপরিচিত

সৌমিত্র
অপর্ণা ০ সন্ধ্যা
বিকাশ ০ হারাধন
উৎপল ০ বনানী
উত্তমকুমার
পরিচালনা : সলিল দত্ত
সঙ্গীত : রবীন চ্যাটার্জি

পি·এস·ফিল্মসের

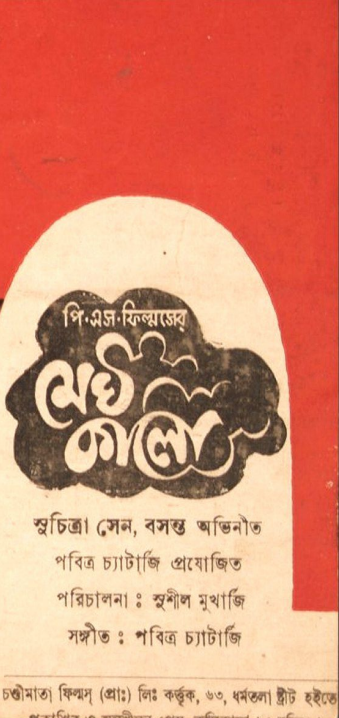

মেঘ কালো

সুচিত্রা সেন, বসন্ত অভিনীত
পবিত্র চ্যাটার্জি প্রযোজিত
পরিচালনা : সুশীল মুখার্জি
সঙ্গীত : পবিত্র চ্যাটার্জি

চণ্ডীমাতা ফিল্মস্ (প্রাঃ) লিঃ কর্ত্তৃক, ৬৩, ধর্মতলা ষ্ট্রীট হইতে